Organization Accredited
by Joint Commission International

sts group
Apollo Hospitals
DHAKA
touching lives
The first and only JCI Accredited hospital in Bangladesh

মেনোরেজিয়া বা ঋতুস্রাবজনিত প্রচুর রক্তপাত

বাংলাদেশের নারীদের বড় একটি অংশ মেনোরেজিয়ার কারণে অসহনীয় ভোগান্তির শিকার হয়ে থাকে।

ঋতুস্রাবের কারণে প্রচুর রক্তরক্ষণ হওয়াকে বলে মেনোরেজিয়া। নারীর প্রজননকালীন বয়সসীমার মধ্যে ঋতুস্রাবের প্রতি চক্রে যদি ৮০ মিলি লিটারের বেশি রক্তক্ষরণ হয়, তবে মাত্রাতিরিক্ত এই রক্তপাতই হচ্ছে মেনোরেজিয়া। এ রকম লক্ষণ দেখা গেলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করাতে হবে। কখনোই একে অবহেলা করা উচিত নয়।

ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের সময় অনেক নারী রোগীই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তারা যে মেনোরেজিয়াতে ভুগছেন এবং এজন্য তাদের গাইনোকলোজিস্টের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি, তা কীভাবে বুঝবেন? প্রকৃতপক্ষে, যখন কোনো মেয়ের মাসিক ঋতুস্রাবের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি রক্ত ক্ষরণের প্রবনতা দেখা দেয় (প্রতিদিন ব্যবহৃত প্যাডের সংখ্যা বাড়তে থাকে) ঠিক তখনই তার উচিত একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া। এছাড়া রক্তপাতের মাত্রা বেড়ে গেলে রোগী বেশ কান্তিবোধ করতে পারে এবং হয়ে পড়তে পারে অবসন্ন।

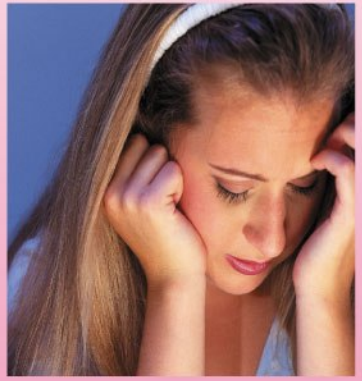

বংশানুক্রমে পাওয়া ব্লিডিং ডিজঅর্ডারের কারণে সাধারণত কম বয়সী তরুনীদের মেনোরেজিয়া হতে পারে। এছাড়া অন্য কিছু শারীরিক সমস্যা, যেমন থাইরয়েড ডিজঅর্ডার, হাইপারটেনশন ইত্যাদি কারণে ঋতুস্রাবের সময় রক্তপাতের প্রবণতা বেড়ে যেতে পারে। অধিকন্তু, অ্যাসপিরিন বা অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট জাতীয় ওষুধ সেবনের প্রতিক্রিয়া, গর্ভজনিত

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

জটিলতা, অতিরিক্ত জন্মনিরোধক ওষুধ সেবন, ইন্ট্রাইউটেরাইন ডিভাইস ব্যবহার প্রভৃতি কারণেও মেনোরেজিয়া হতে পারে। এছাড়া ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ভারসাম্যহীনতা, ডিম্বাশয়ের নিষ্ক্রিয়তা, জরায়ুতে টিউমার (ফাইব্রয়েড ও পলিপ জাতীয়) বা জরায়ু ক্যান্সার ইত্যাদিও হতে পারে মাত্রাতিরিক্ত রক্তস্রাবের কারণ।

আপনি যখন কোন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন, তখন তিনি আপনার রোগবৃত্তান্ত এবং ঋতুস্রাবের চক্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তাই ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সব তথ্য লিখে রাখুন। পরামর্শ নেয়ার সময় আপনি যেন তা সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকে জানাতে পারেন। নিবিড় পর্যালোচনা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসক সাধারনত রক্ত পরীক্ষা, প্যাপ স্মেয়ার পরীক্ষা, এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি (ইউটেরাইন লাইনিং এর স্যাম্পলিং) এবং পেলভিক অর্গানের আলট্রাসাউন্ড পরীক্ষা করে থাকেন।

রোগীর বয়স ও গর্ভধারণ ইতিহাসের ওপর মেনোরেজিয়ার সুনির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা নির্ভর করে। এছাড়া চিকিৎসা পদ্ধতি যাচাইয়ের কাজে অনেক সময় রোগীর পছন্দকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। মূলত সবই নির্ভর করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দক্ষতার ওপর।

এই রোগের চিকিৎসা মেডিক্যাল বা সার্জিক্যাল দু'ভাবে হতে পারে। রোগীর বয়স কম হলে বা ভবিষ্যতে যাদের সন্তান ধারণের ইচ্ছা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল পদ্ধতিতে না গিয়ে হরমোন থেরাপি, অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে মেডিক্যাল পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা যেতে পারে। রোগীর বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সার্জিক্যাল পদ্ধতি প্রয়োজন হলে, প্রচলিত চারটি পদ্ধতির যে-কোনো একটি বেছে নেয়া যেতে পারে। তবে বহুল প্রচলিত পদ্ধতিটি হলো ডাইলেটেশন অ্যান্ড কিউরেটোজ পদ্ধতি, যা সংক্ষেপে ডি অ্যান্ড সি নামে পরিচিত। এই প্রক্রিয়ায় জরায়ুর মুখ প্রসারিত করার পর ভেতরের লাইনিং স্ক্রেপিং করা হয়। অন্যান্য সার্জিক্যাল পদ্ধতি হলো অপারেটিভ হিস্টেরোস্কোপি, এন্ডোমেট্রিয়াল অ্যাবলেশন এবং হিস্টেরেকটোমি (জরায়ু অপসারণ)।

বিভিন্ন ধরনের হিস্টেরেকটোমি, যেমন ল্যাপারোস্কোপিক, অ্যাবডোমিনাল বা সম্পূর্ণ হিস্টেরেকটোমি ইত্যাদি সহজলভ্য হলেও রোগীর নিরাময় লাভ এবং সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্য পেতে ভ্যাজাইনাল হিস্টেরেকটোমি বেছে নেয়াটাই উচিত।

(সমাপ্ত)

এ্যাপোলো অবস্টেট্রিকস ও গাইনোকলজি বিভাগ

আন্তরিক, দ্রুত ও সর্বোত্তম সেবার সমন্বয়

• অভিজ্ঞ ও বিশ্বমানের কনসালটেন্ট দ্বারা পরিচালিত • পেট না কেটে ল্যাপারোস্কোপিক ও হিস্টেরোস্কোপিক পদ্ধতিতে গাইনোকোলজিক্যাল সার্জারির সুবিধা • প্রসূতি মায়ের প্রসবকালীন সময়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ২৪ ঘন্টা মনিটরিং • এপিডুরাল এ্যানালজেসিয়ার মাধ্যমে ব্যথাহীন প্রসবের ব্যবস্থা • বন্ধ্যাত্ব নিরসনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে অত্যাধুনিক ফার্টিলিটি সেন্টার • নারীর সাধারণ ও জটিল শারীরিক সমস্যা নিরূপনে মাস্টার হেলথ চেক ক্লিনিকে বিশেষ প্যাকেজ এর ব্যবস্থা

Organization Accredited by Joint Commission International

sts group

Apollo Hospitals DHAKA

touching lives

। ইমার্জেন্সী হটলাইন : ১০৬৭৮ ।

। এ্যাপয়েন্টমেন্টঃ (০২)-৮৮৪৫২৪২, ০১৭২৯ APOLLO, ০১৮৪১ APOLLO, ০১১৯৫ APOLLO, ০১৬১২ APOLLO, ০১৯৭১ APOLLO।

APOLLO সমার্থক সংখ্যাঃ ২৭৬৫৫৬